ইত্তেফাক

তারিখ ২৮/৩/৮১

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

661

প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ার তৃতীয় দিবসেও—

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ার তৃতীয় দিবসে গতকালও (বুধবার) মহানগরীর বেশকিছু স্কুলে পৌর কমিশনার এবং করপোরেশন কর্তৃক 'নিযুক্ত' শিক্ষক ও অন্যান্যের দখলে থাকায় আসল শিক্ষকরা ক্লাস নিতে পারেন নাই।

শিক্ষকদের অভিযোগ অনুযায়ী ধানমণ্ডি ২ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়, রমনা রেলওয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেজগাঁও শিল্প এলাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাসাবো প্রাথমিক বিদ্যালয়, খিলগাঁও রেলগেট প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সেগুনবাগিচা আইডিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও কতিপয় ব্যক্তির দখলে থাকায় আসল শিক্ষকরা কাজে যোগদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। শিক্ষকগণ যথাসময়ে স্কুলে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে তালা খুলিতে বাধা দেওয়া হয়। এই সকল স্কুলে ধর্মঘট চলাকালে তালা ভাঙ্গিয়া

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট

(১ম পৃঃ পর)

কমিশনারগণ নিজেরা নূতন তালা লাগাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ গতকাল মহানগরী ও শহরতলীর কতকগুলি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া এক বিবৃতিতে অবিলম্বে শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাজে যোগদানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।

কতকগুলি স্কুলে শিক্ষকদের প্রবেশে বাধা প্রদান করায় তিনি কতিপয় পৌর কমিশনারের 'হঠকারিতার' নিন্দা করিয়া বলেন যে, এই ধরনের ঘটনা মারাত্মক পরিণতি ডাকিয়া আনিবে।

সেগুনবাগিচা আইডিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মদ শহীদুল হকসহ ৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা গত তিনদিন ধরিয়া যথাক্রমে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও জনশিক্ষা পরিচালককে লিখিতভাবে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে সংশ্লিষ্ট স্কুলে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়া হইতেছে।